ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক

প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদ: ০২ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

কারিগরি সহায়তা
ইউএন উইমেন

আর্থিক সহায়তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক

প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদঃ ২ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

কারিগরি সহায়তা
ইউএন উইমেন

আর্থিক সহায়তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দেশটির বন্যার ঝুঁকি ক্রমাগত বাড়ছে। বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বন্যা ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রসংশিত। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি হ্রাসে ৫৬ হাজারেরও বেশি সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত প্রাণহানী উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বন্যাকবলিত এলাকাতেও জনগোষ্ঠীর বন্যার কারণে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি কমাতে সিপিপি'র আদলে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি (এফপিপি) বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যে কোন দুর্যোগে বিভিন্ন কারণে নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা। 'সেন্দাই ফ্রেম ওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (এস.এফ.ডি.আর.আর)' শীর্ষক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ একীভূত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সে অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়িত ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রামের (এন.আর.পি) আওতায় ইউএন ওমেনের সহায়তায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ইতোমধ্যে পাঁচটি জেলায় (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা ও খুলনা) জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স শিরোনামে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এই মডিউলটি জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির (এফপিপি) স্বেচ্ছাসেবকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মডিউলের ছয়টি অধিবেশনে জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির (এফপিপি) স্বেচ্ছাসেবকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের বন্যা ঝুঁকি হ্রাসে এই মডিউলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

মডিউল পরিচিতি.....০১

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ০৪

প্রশিক্ষণ সূচি.....০৫

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ০৭

অধিবেশন- ১: জেন্ডার ধারণা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন.....১১

অধিবেশন- ২: দুর্যোগে নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা.....১৬

অধিবেশন- ৩: জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স ২২

অধিবেশন- ৪: জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়.....২৮

অধিবেশন-৫: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও করণীয় ৩৫

অধিবেশন-৬: জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন.....৩৯

প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম.....৪২

মডিউল পরিচিতি

মডিউল ব্যবহারকারী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়কগণ হবেন এই মডিউলের ব্যবহারকারী

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী হবেন বন্যাপ্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

অংশগ্রহণকারীদের ধরন, প্রশিক্ষণের সময়, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শন
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- বাজ দলে আলোচনা
- ঘটনা বিশ্লেষণ
- অনুশীলন

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, হ্যান্ডআউট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্লাইড, ল্যাপটপ, ভিপকার্ড

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন উত্তর
- মুড মিটার
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ

সহায়কের জন্য বিবেচ্য বিষয়

প্রশিক্ষণের আগে

- অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাচ্ছন্দময় পরিবেশ, সম্ভব হলে ইউ (**U**) আকারে বসার ব্যবস্থা, খাবার পানি ও নারীর আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন- ফাইল, সাদা কাগজ, নেমকার্ড, কলম, পোস্টার কাগজ, মার্কার, বোর্ড, স্টেপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ডাস্টার, স্কচ টেপ, মাস্কিং টেপ, ক্লিপ, পিন, ওএইচপি, ফটো কপিয়ার ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা ।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিতি স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরি করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের নেমকার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা তারা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য মডিউল সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অন্তর্ভুক্ত সব তথ্য ভালভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা।

প্রশিক্ষণ চলার সময়

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক একজন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র, বিষয়টি মনে রাখা।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশনের শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, হ্যান্ডআউট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেওয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা, তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা ।
- আলোচনায় সব অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

- অধিবেশন পরিচালনার সময় মডিউল/ম্যানুয়াল বা হ্যান্ডআউট পড়া থেকে বিরত থাকা। এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে।
- অধিবেশন পরিচালার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় লক্ষণগুলো, দুর্যোগ, ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া।
- উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা/ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো আবারও আলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা । যেমন– দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় কৌশল/অভিজ্ঞতাগুলো কী, দুর্যোগ মোকাবেলায় কোন কোন সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কোন কোন সংস্থাকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব ইত্যাদি। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক হ্যান্ডআউট বিতরণ করা।

প্রশিক্ষণের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশন তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করা।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলোআপ করা।

মডিউল ব্যবহারে করণীয়

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালভাবে পড়ে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/অধিবেশনগুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে সে বিষয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিন।

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

অধিবেশন **প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

- নিবন্ধন
- প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও পরিচিতি
- প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী

অধিবেশন ১ জেন্ডার ধারণা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন

১.১ জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ
১.২ নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব
১.৩ নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা, নির্যাতন ও প্রভাব

অধিবেশন ২ দুর্যোগে নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার প্রেক্ষাপটে ধারণা
২.২ জেন্ডার প্রেক্ষাপটে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ
২.৩ নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

অধিবেশন ৩ জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স

৩.১ জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা
৩.২ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা
৩.৩ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ

অধিবেশন-৪ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়

৪.১ দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়ে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৪.২ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও করণীয়
৪.৩ জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয়

অধিবেশন ৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও করণীয়

৫.১ অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে ধারণা
৫.২ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরণে পারিবরিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা
৫.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয়

অধিবেশন ৬ জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

৬.১ জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম নির্ধারণ
৬.২ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

অধিবেশন **প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম**

- কোর্স পর্যালোচনা
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
- সমাপণী

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসুচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মেয়াদকাল ২দিন

প্রশিক্ষণ সূচি

প্রথম দিবস

সময়	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু
সকাল ০৯.০০	**প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**	নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও পরিচিতি, প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী
সকাল ১০.০০	**জেন্ডার ধারণা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন**	▪ জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ ▪ নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও ▪ দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ▪ নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব
সকাল ১১.১৫	**চা বিরতি**	
সকাল ১১:৩০	**নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা**	▪ দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা ▪ জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ ▪ নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা
দুপুর ১২:৩০	**জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স**	▪ জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে ধারণা ▪ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা, ▪ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ
দুপুর ১.১৫	**ম্যধাহ্ন বিরতি**	
দুপুর ২.০০	**জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়**	▪ দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়ে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ▪ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও করণীয় ▪ জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয়
বিকাল ০৩:৩০	**প্রথম দিবস প্রশিক্ষণের সমাপ্তি।**	

দ্বিতীয় দিবস

সময়	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু
সকাল ০৯.০০	**প্রথম দিবসের শিখন পর্যালোচনা**	
সকাল ০৯.৩০	**দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়** (পূর্ববর্তী দিবসের অধিবেশন চলমান)	
সকাল ১০.৩০	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও করণীয়**	▪ অর্ন্তভুক্তিকরন সম্পর্কে ধারণা ▪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরণে পারিবরিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা ▪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয়
সকাল ১১:৩০	**চা বিরতি**	
সকাল ১১.৪৫	**জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন**	▪ জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম নির্ধারণ ▪ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
দুপুর ১.১৫	**ম্যধাহ্ন বিরতি**	
দুপুর ২.০০	**প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম**	কোর্স পর্যালোচনা, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং সমাপণী।
বিকাল ৩.০০	**প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি।**	

প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিষয়বস্তু

নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও পরিচিতি, প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী।

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি:

বক্তৃতা-আলোচনা, সৃজনশীল খেলা

উপকরণ:

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন।

সময় : ১ ঘণ্টা

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা,	১০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা, সৃজনশীল খেলা	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৩	জড়তা মোচন ও পরিচিতি, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালা	৪০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা, সৃজনশীল খেলা	সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন
০৪	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অংশগ্রহণকারীদের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী 'সৃজনশীল খেলার' গাইডলাইন অনুসরণ করে অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে বিভক্ত করুন;
- গঠিত দল তিনটিকে যথাক্রমে প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণের সফল বাস্তবায়নে করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণের জন্য দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন এবং পালাক্রমে প্রতিটি দলকে অন্য দলের কাজ বিশ্লেষণে নিজেদের মতামত লিপিবদ্ধ করার নির্দেশনা দিন;
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলের ফলাফল উপস্থাপনের জন্য দলের একজন প্রতিনিধিকে অনুরোধ করুন এবং সদস্যদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের অনুরোধ করুন;
- দলীয় উপস্থাপনা শেষে অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি- এফপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বাড়ানো।

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো

- জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ;
- নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব;
- নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব;
- দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা;
- নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা;
- নারীবান্ধব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার রেসপন্সিভ ও রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা;
- দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়ে এফপিপি কার্যক্রম সমূহ;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে এফপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা ও অন্তরায়গুলো উত্তরণে কার্যক্রম নির্ধারণ;
- পারিবরিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা;
- স্বেচ্ছাসেবায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয়;
- এফপিপি কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন এবং খেলার নিয়মাবলী পরিষ্কার করে অবগত করুন;
- খেলার প্রথম ধাপ অনুযায়ী নিম্নে লিখিত বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের স্বাভাবিকভাবে কক্ষের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে অনুরোধ করুন;

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে যমুনা নদীর পানি আগামী ৭২ ঘণ্টার আধহাত বৃদ্ধি পেয়ে স্থানীয় বিপদসীমার একহাত নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

- খেলার দ্বিতীয় ধাপ অনুযায়ী, নিম্নে লিখিত বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের আগের চেয়ে অধিক দ্রুততার সঙ্গে প্রশিক্ষণ কক্ষে হাঁটাহাঁটি করতে অনুরোধ করুন;

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, উজানে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার কারণে যমুনা নদীর পানি আরও বৃদ্ধি পেয়ে স্থানীয় বিপদসীমার আধহাত নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং এলাকাবাসীকে জরুরী প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বিশেভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- খেলার তৃতীয় ও শেষ ধাপে নিম্নে লিখিত বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের কক্ষের মধ্যে চিহ্নিত তিনটি স্থান বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র বিবেচনা করে অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন;
- দলে বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত শর্তসমূহ মেনে চলতে বলুন-
  - প্রতিটি দলের সদস্য সংখ্যা হবে সমান বা প্রায় সমান;
  - প্রতিটি দলে পুরুষ ও নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হবে নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের অনুপাত অনুযায়ী;
- একটি ওয়ার্ড থেকে সর্বোচ্চ কয়জন একটি দলে সম্পৃক্ত হবেন তা নির্ধারণ করে দিন;

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি, উজানে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় যমুনা নদীর পানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী ৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় বিপদসীমা অতিক্রম করে নদীর পানিতে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় নিচু এলাকায় বসবাসকারীদের নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধিবেশন- ১
জেন্ডার ধারণা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন

বিষয়বস্তু

জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ, নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব, নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব, দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা, জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষন, নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব, নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রদর্শন, জোড়ায় আলোচনা, ছোটদলে আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর এবং উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ

বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ	২০ মিনিট	ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৩.	নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব	১৫ মিনিট	জোড়ায় আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৪.	নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব	৩০ মিনিট	ছোট দলে আলোচনা প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৫.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী আগে থেকে লিখে রাখা নারী ও পুরুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ, ভূমিকা সম্বিলিত কাগজের টুকরো কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে বন্টন করুন;
- অংশগ্রহণকারীদের পাওয়া কাগজের টুকরোগুলোকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী হোয়াইটবোর্ড বা ফ্লিপচার্ট পেপারে লিখিত **'জেন্ডার'** অথবা **'সেক্স বা লিঙ্গ'**- শব্দের নিচে তা স্থাপন করতে বলুন;
- প্রশ্ন কওে **'জেন্ডার'** ও **'সেক্স বা লিঙ্গ'** সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানুন এবং বোর্ড বা ফ্লিপ চার্ট পেপারে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করুন;
- **'জেন্ডার'** ও **'সেক্স বা লিঙ্গ'** সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার পয়েন্ট বা লিখিত পোষ্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন;
- পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে **'জেন্ডার'** সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং পাওয়ার পয়েন্ট বা লিখিত পোষ্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন;
- পাশাপাশি বসে থাকা **দুজন** অংশগ্রহনকারীকে নিয়ে একটি করে জোড়া গঠন করুন। প্রতিটি জোড়াকে **'নারী-পুরুষ'** সমাজিকরন প্রক্রিয়া অর্থাৎ সমাজে কী ভাবে নারী ও পুরুষকে আলাদাভাবে দেখা হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে **তিনটি মতামত** খাতায় লেখার জন্য অনুরোধ করুন। প্রতিটি জোড়াকে আলোচনার জন্য **পাঁচ মিনিট** সময় বরাদ্দ করুন;
- জোড়ায় আলোচনা শেষে প্রতিটি জোড়ার কাছ থেকে তাদের মতামত জানুন এবং ফ্লিপচার্ট বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন;
- সমাগ্রিক আলোচনা থেকে **'নারী-পুরুষ বৈষম্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি'**-মর্মে অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করুন;
- নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন এবং প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহনকারীদের **'১.পরিবার, ২.সমাজ ও ৩.রাষ্ট্র'**-শিরোনামে **তিনটি দলে** বিভক্তকরুন। প্রতিটি দলকে নিজ নিজ দলের শিরোনামের আলোকে অর্থাৎ "পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে" নারী **'কেন?'** বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সে সম্পর্কে দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন। দলীয় কজের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিন;
- দলীয় আলোচনা শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনার শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। এভাবে প্রাণবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে 'পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে'-নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ

'জেন্ডার' ও 'সেক্স বা লিঙ্গ'

- জন্মগতভাবে মানুষ যা অর্জন করে এবং যা পরিবর্তন করা যায় না, তা হচ্ছে **সেক্স বা লিঙ্গ**। পক্ষান্তরে মানুষের যা কিছু পরিবর্তনযোগ্য যেমন আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, স্বভাব-অভ্যাস ইত্যাদি তা হচ্ছে **জেন্ডার**।
- জেন্ডার বলতে মূলত **নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য জেন্ডার গ্রুপের সামাজিক পরিচিতি**কে বোঝায়, যা এমন একটি **সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও অনুশীলনের মাধ্যমে নির্মিত** যেখানে নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে ও অন্যান্য জেন্ডারের **আচরণ, ভূমিকা ও দায়িত্ব কী হবে তা সমাজ প্রত্যাশিত** সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে **নির্মিত মানদণ্ডের আলোকে বিবেচনা করা হয়** এবং একই সঙ্গে **পুরুষালি ও মেয়েলি আচরণ নির্ধারণ করে দেয়**।
- পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী, পুরুষের ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের ব্যক্তির যে আচরণ ও ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, তা তাকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়। তার মানে **বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের ব্যক্তি কী ধরনের জীবনমান উপভোগ করবে ও কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবে তা তাদের জন্য সমাজ নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধার আলোকে নির্ধারিত হয় এবং যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেন্ডার ভেদে বৈষমপূর্ণ**। তবে সমাজ, কাল ও স্থানভেদে জেন্ডার ধারণার তারতম্য **হয় এবং তা পরিবর্তনশীল**।

নিচে উল্লেখিত টেবিলে **'জেন্ডার'** এবং **'সেক্স বা লিঙ্গ'**-এর পার্থক্য বুঝানো হয়েছে -

জেন্ডার	সেক্স বা লিঙ্গ
• নারী-পুরুষের সামাজিক পরিচিতি, যা সমাজ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নির্ধারিত। যেমন: সমাজ প্রত্যাশা করে; • নারীর আচরণ হবে কোমল প্রকৃতির এবং পুরুষের আচরন হবে বলিষ্ট ও উগ্র • নারী গৃহস্থলী কাজে সক্ষম এবং পুরুষরা ক্ষেত-খামারে কাজে সক্ষম • নারী চুল বড় রাখে, পুরুষ রাখে না • সন্ধ্যার পরে কোন বালক বাড়ির বাইরে যেতে পারে কিন্তু বালিকারা বাড়ির বাইরে যেতে পারে না	• নারী-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য • নারী গর্ভধারণ করে কিন্তু পুরুষ গর্ভধারণ করতে পারে না • নারী শিশুকে স্তন্য দানে সক্ষম কিন্তু পুরুষ বোতলে দুধ খাওয়াতে সক্ষম • পুরুষের গোঁফ-দাড়ি হয়, নারীর হয় না

'জেন্ডার' সম্পর্কে ধারণা

'জেন্ডার'- ইংরেজি এই শব্দটি শুনলেই আমরা অনেকেই ভেবে নিই 'নারী ও নারীর সমস্যাকে' নির্দিষ্ট করে সাধারনত জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের এই ধারণা সঠিক নয়। একসময় ইংরেজি **জেন্ডার** শব্দটি–যার বাংলা অর্থ **'লিঙ্গ'** এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু উন্নয়নে জেন্ডার শব্দের অর্থ সমাজের সৃষ্ট সংস্কৃতি ও সমাজের নির্ধারিত নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান। প্রতিটি মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার আছে। সেই অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ। সে কারণেই, সবার সমান অধিকারের বিষয়টিকে বিবেচনা করে রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণীত হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, বিধি-নিষেধ, বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া, সময়মত তথ্য না পাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নারী উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। তাই বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে **জেন্ডার** শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য, শোষণ, সহিংসতা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক কথায়, উন্নয়নে **জেন্ডার** শব্দের অর্থ মর্যদাপূর্ণ জীবন-যাপনে বৈষম্যহীন নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় **'নারী-পুরুষ'**

সামজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নারী-পুরুষের কাছে যে ধরনের আচরন ও ভূমিকা সমাজ প্রত্যাশা করে, তার দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- নারী গৃহস্থলী কাজ করবে;
- পুরুষ আয় রোজগারমূলক কাজ করবে;
- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোন ক্ষমতা থাকবে না;
- পরিরবার ও সমাজ পুরুষের মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চলবে;
- বালকেরা পরিবারে সুযোগ-সুবিধা বেশি পাবে, বালিকারা কম;
- নারী ও কিশোরীদের অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ সীমিত;
- পুরুষের নেতৃত্বে পরিবার ও সমাজ চলবে, নারী নেতৃত্বে নয়;
- নারীর পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে না, পুরুষের থাকবে;
- নারী উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, পুরুষ পারবে।

নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন এবং প্রভাব

- নারীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যহানী;
- পারিবারিক অশান্তি ও কলহ বৃদ্ধি;
- সন্তান লালন-পালনে ও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে ব্যাঘাত;
- নারী-পুরুষ পারস্পরিক বিশ্বাস ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা;
- নারী নেতৃত্বের অভাব;
- নারীর সৃজনশীলতা ও সক্ষমতা থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বঞ্চিত;

- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন;
- উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধা;
- সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিবন্ধকতা।

"পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে"- নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতনের কারণ

- নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি;
- পারিবারিক, সামজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অবদান ও সক্ষমতাকে যথাযথ স্বীকৃতি না দেওয়া;
- নারীরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত;
- আয়-রোজগারমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম;
- অধিকার সম্পর্কে নারী সচেতন নয়;
- নারী সংগঠিত নয়;
- নারী নেতৃত্বের অভাব;
- নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগের অভাব;
- নারীর মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্ত প্রদানে স্বাধীনতার অভাব;
- নারীর ক্ষমতায়নে যথাযথ উদ্যোগের অভাব।

অধিবেশন- ২
নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

বিষয়বস্তু

দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা, জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ এবং নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা।

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা, জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ এবং নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, সৃজনশীল খেলা, প্রদর্শণ, প্রশ্ন-উত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ:

বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন লাইন।

সময় : ১ ঘণ্টা

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা,	১০ মিনিট	ধারণা প্রকাশ, প্রদর্শণ এবং বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৩.	জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ	১০ মিনিট	সৃজনশীল খেলা এবং বক্তৃতা-আলোচনা	সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন
০৪.	নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা	৩০ মিনিট	ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা,ছোটদলে আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৫.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় সংঘটিত কয়েকটি দুর্যোগ বিশেষ করে 'বন্যাকে' বিবেচনা করে পূর্ববর্তী অধিবেশনে গঠিত দল তিরটির প্রথম দলকে **'বন্যা ঝুঁকি'** দ্বিতীয় দলকে **'বন্যা মোকাবিলায় বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা'** এবং তৃতীয় দলকে **'বন্যা ঝুঁকিহ্রাস'** সম্পর্কিত লিখিত চিরকুট প্রদান করুন;
- প্রতিটি দলকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পাওয়া শব্দগুলোর ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে অনুরোধ করুন এবং আলোচনা শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে শব্দের ব্যাখ্যা অন্যদলগুলোর সঙ্গে বিনিময় করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের দেওয়া ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্য দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। এভাবে প্রানবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শব্দগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- এবারে, ইচ্ছুক ১০জন অংশগ্রহণকারীকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী 'সৃজনশীল খেলা' গাইড লাইন অনুসরণ করে খেলাটি পরিচালনা করুন;
- সৃজনশীলন খেলা শেষে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খেলার শিখন পর্যালোচনা করুন এবং নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে সবার মধ্যে ঐক্যমত গড়ে তুলুন;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সর্ম্পকিত বাস্তব ঘটনা অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বিনিময় করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের জানা অনুরূপ বাস্তব ঘটনা অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য অনুরোধ করুন;
- পূর্বে গঠিত দল তিনটিকে পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে দুর্যোগের **পূর্বে**, দুর্যোগ **চলাকালে** এবং দুর্যোগের **পরবর্তীতে** নারী ও কিশোরীদের প্রধান বিপদাপন্নতাগুলোকে নির্ধারণ করার জন্য দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন;
- দলীয় আলোচনা শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনার শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। এভাবে প্রাণবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দুর্যোগে নারী ও কিশোরীদের বিপদাপন্নতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে আবারও দুটি দলে বিভক্ত করুন এবং দল দুটিকে পৃথক পৃথকভাবে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী দুর্যোগ জরুরি পরিস্থতিতে জরুরি সাড়া দানের দুটি পৃথক কৌশল সম্পর্কে অবহিত করুন;
- এবারে দল দুটিকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী জরুরি সাড়া দানের পৃথক পৃথক কৌশল দুটি ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ করুন;
- ভূমিকা অভিনয় শেষে, কোন দলটির উপস্থাপনা জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কেন সম্পর্কিত সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন;
- প্রশ্ন করে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন;

- অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য

নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

বন্যা ঝুঁকি, বন্যা প্রেক্ষাপটে বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা এবং বন্যা ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে ধারণা

বন্যা ঝুঁকি

বন্যা ঝুঁকির অর্থ- বন্যার কারণে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। যেমন-কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দুটি বন্যা ঝুঁকিপ্রবণ। এই জেলা দুটিতে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, জীবন-জীবিকা, পানি পয়ঃনিস্কাষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অবকাঠামো যেমন- রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট ইত্যাদি সবকিছুই বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। **বন্যার কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কাই হচ্ছে বন্যা ঝুঁকি।** বন্যা ঝুঁকির মাত্রা সব এলাকা বা সব ধরনের জনগোষ্ঠীর একই রকম হয় না। সাধারনত, ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে কোন এলাকার বা কোন ব্যক্তি অথবা কোন গোষ্ঠীর বন্যা মোকাবিলার সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতার উপর। বিপদাপন্নতা যত বেশি ঝুঁকি তত বেশি এবং সক্ষমতা যত বেশি ঝুঁকি তত কম। আমাদের সমাজে নারীর বিপদাপন্নতা বেশি থাকার কারণে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে বেশি।

বন্যা প্রেক্ষাপটে বিপদাপন্নতা

বন্যা প্রেক্ষাপটে বিপদাপন্নতা হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার অথবা একটি সমাজের এমন কিছু বিষয়াদি যা বন্যা ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়ায়। কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নটি ব্রক্ষ্মপুত্র নদ ও ধরলা নদীর কাছে অবস্থিত। ইউনিয়নটির চারপাশে এলাকা রক্ষার জন্য যে বাঁধটি আছে তা খুবই দুর্বল। বাঁধটি সংস্কারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ইউনিয়নটিতে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। এলাকার শতকরা শতভাগ মানুষই হতদরিদ্র। এলাকায় রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। ইউনিয়নটির অবস্থান নদীর কাছে, দুর্বল বাঁধ, বাঁধ সংস্কারে উদাসীনতা, মানুষের দুর্বল অর্থনীতি, আশ্রয়কেন্দ্র কম থাকা- এ সবই ইউনিয়নটির বন্যা ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি বিষয়ই ইউনিয়নটির বিপদাপন্নতা। মনে রাখতে হবে, বিপদাপন্নতা অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন: **ভৌগোলিক–** ইউনিয়নটি নদীর কাছে অবস্থিত, **কাঠামোগত–** এলাকা রক্ষার বাঁধটি দুর্বল ও আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা কম, **আর্থসামাজিক–** অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, **সেবাগত–** বাঁধ সংস্কারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নেয় না, **আচরণগত–** পূর্ব প্রস্তুতি নেয় না ইত্যাদি।

একইভাবে, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, বিধি-নিষেধ, বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সুযোগ সুবিধা না পাওয়া, সময়মত তথ্য না পাওয়া ইত্যাদি বিপদাপন্নতার কারনে নারীর বন্যা ঝুঁকি বেশি অন্যদের চেয়ে বেশি।

বন্যা প্রেক্ষাপটে সক্ষমতা

বন্যা প্রেক্ষাপটে সক্ষমতা হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার অথবা একটি সমাজের এমন কিছু বিষয় যা বন্যা ঝুঁকির মাত্রাকে কমায়। অর্থাৎ বিপদাপন্নতার বিপরীত চিত্র। যেমন- কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার

যাত্রাপুর ইউনিয়নটি ব্রহ্মপুত্র নদ ও ধরলা নদীর কাছে অবস্থিত হলেও যদি ইউনিয়নটির চারপাশে মজবুত বাঁধ থাকত, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র থাকতো, এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা যদি ভাল হতো, এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা যদি খুবই উন্নত হতো, এলাকায় যদি সময়মত বন্যা সতর্ক সংকেত প্রচার করা হতো এবং মানুষজন যদি ঝুঁকি কমানোর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতো তবে অবশ্যই যাত্রাপুর ইউনিয়নের মানুষের ও সম্পদের ঝুঁকির মাত্রা অনেক কমে যেত। ইউনিয়নটির মজবুত বাঁধ থাকা, মানুষের মজবুত অর্থনীতি, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র থাকা- এ সবই ইউনিয়নটির বন্যার প্রেক্ষাপটে সক্ষমতা। মনে রাখতে হবে, সক্ষমতাও অনেক ধরনের হতে পারে যেমন: **কাঠামোগত–** এলাকা রক্ষার মজবুত বাঁধ ও পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র, **আর্থসামাজিক–** অধিকাংশ মানুষ স্বচ্ছল, **সেবাগত–** দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কসংকেত প্রচার, **আচরণগত–** পূর্ব প্রস্তুতি নেয় ইত্যাদি।

বন্যা ঝুঁকি হ্রাস বা ঝুঁকি কমানো

বন্যা ঝুঁকি হ্রাস বা ঝুঁকি কমানো হচ্ছে একটি গঠনমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রথমে বন্যা ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতাগুলোকে খুঁজে বের করা হয় এবং পরবর্তীতে সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ঐ বিপদাপন্নতাগুলোকে কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেমন- যাত্রাপুর ইউনিয়নটির বন্যা ঝুঁকি কমানোর জন্য বাঁধ মজবুত করা, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যাকালে সংকেত প্রচার, মানুষের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, মানুষকে সচেতন করা ইত্যাদি সবই যাত্রাপুর ইউনিয়নটির বন্যা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে।

২০১৯ বন্যায় চিহ্নিত নারীর ঝুঁকিসমূহ, বিপদাপন্নতা, ও সক্ষমতা

- ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী ও মেয়েশিশু। ২০১৯ সালে বন্যায় সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি জেলার ১৬৪৬৩৫ নারী প্রধান পরিবার ছিল;
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নারীবান্ধব ছিল না এবং সেখানে নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করতে হয়েছে;
- যাদের ভিটা বন্যাপরবর্তী নদী ভাঙনে হারিয়ে গেছে তাদের অস্থায়ী ঘরে ফেরারও উপায় ছিল না এবং সে সব পরিবারের মেয়েদের বাল্যবিবাহ, পাচারসহ বিভিন্ন নির্যাতন ও যৌন হয়রানির ঝুঁকি বেশি ছিল;
- ৭৩০০০ টিউবওয়েল নষ্ট হবার কারণে সুপেয় পানি সংগ্রহের জন্য নারীর উপর বাড়তি চাপ ছিল;
- ১০০০০০ টয়লেট নষ্ট হবার কারণে নারীর পক্ষে দিনের বেলা পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না এবং সেক্ষেত্রে তাদের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে, যা তাদের স্বাস্থ্যেও জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এবং নিরাপদ ছিল না;
- স্কুলগুলো আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবার কারণে বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ঝরে যাবার আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও পানি ভেঙে স্কুলে যাওয়া সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য ছিল না;
- যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ায় বিশেষত বিচ্ছিন্ন চরগুলোতে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

দুর্যোগের পূর্ব, চলাকাল ও পরবর্তীতে নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকা
- আপদকালে পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না থাকা
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা
- গৃহস্থলীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেওয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হয়
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীই বেশি ব্যস্ত থাকে
- কুসংস্কারে বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীল
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসুতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালে পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করতে হয়
- নারীর বিশেষ চাহিদাগুলো জানা হয় না
- নারীর উপযোগী পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না

দুর্যোগ পরবর্তীতে বিপদাপন্নতা

- নারীর জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণকার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা

দুর্যোগে সর্বপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ

'ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া খেলার' গাইডলাইন

- খেলাটি পরিচালনার জন্য উৎসাহী ১০জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করুন;
- নির্বাচিত ১০জন অংশগ্রহণকারীকে পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন;
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে কাল্পনিক পরিচয় সম্বলিত লিখিত স্লিপ বিতরণ করুন। স্লিপ বিতরণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীরা তাদের পাওয়া স্লিপে বর্ণিত পরিচয় যতক্ষণ পর্যন্ত সহায়ক জিজ্ঞাসা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন গোপন রাখে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত করুন। কাল্পনিক পরিচয়গুলো নিম্নরূপ:

  - শিক্ষিক;
  - চেয়ারম্যান;
  - মহিলা মেম্বার;
  - শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী;
  - গর্ভবতী নারী ;
  - অসহায় বিধবা নারী;
  - সংস্থার কর্মী;
  - কিশোরী।

- এবারে অংশগ্রহণকারীদের এক এক করে নিচের প্রশ্নগুলো করুন। কাল্পনিক পরিচয় অনুযায়ী যে সব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' সূচক মনে করবেন তাদেরকে একধাপ করে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করুন। যেসব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর 'না' সূচক মনে করবেন তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করুন।

প্রশ্ন:

- সমাজে সবাই আপনাকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে?
- দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ নেওয়া হয়?
- আপনি কি আয়-রোজগারমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত?
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে বা আলোচনা সভায় আপনাকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়?
- আপনি কি দুর্যোগ সতর্ক সংকেত পেয়ে থাকেন?
- দুর্যোগের সময়ে আপনি কি আপনার নিজের সিদ্ধান্তে এবং কারো সহযোগিতা ছাড়াই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেন?
- আশ্রয়কেন্দ্রে আপনার বিশেষ সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে আপনার জন্য কি কোনো বিশেষ সহায়তা দেওয়া হয়?
- ত্রাণ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে আপনি নিজে কি ত্রাণ গ্রহণে সক্ষম?
- আপনার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে কি ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয়?
  - 'আপনারও অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে'- এভাবে অন্যরা আপনার সম্পর্কে ভাবে কি?

- খেলা শেষে সবচেয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে পড়া অংশগ্রহণকারীদের কাল্পনিক পরিচয়গুলো জানুন;
- খেলা শেষে যারা এগিয়ে গিয়েছে তারা কেন এগিয়ে গিয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা কেন পিছিয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানুন;

অধিবেশন- ৩

জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স

বিষয়বস্তু

জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

ভূমিকা অভিনয়, ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, ভূমিকা অভিনয়, প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর এবং উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ

বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, ভূমিকা অভিনয়ের গাইড লাইন।

সময় : ৪৫ মিনিট।

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	গময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা	২০ মিনিট	ভূমিকা অভিনয়, ধারণা প্রকাশ, প্রদর্শন এবং বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, ভূমিকা অভিনয়ের গাইড লাইন
০৩.	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা	০৫ মিনিট	প্রদর্শন এবং বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৪.	বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ	১০ মিনিট	প্রদর্শন এবং বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৫.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করুন এবং দল দুটিকে পৃথক পৃথকভাবে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী দুর্যোগ জরুরী পরিস্থিতিতে জরুরী সাড়া দানের দুটি পৃথক কৌশল সম্পর্কে অবহিত করুন ;
- এবারে দল দুটিকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী জরুরী সাড়া দানের পৃথক পৃথক কৌশল দুটি ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ করুন;
- ভূমিকা অভিনয় শেষে, কোন দলটির উপস্থাপনা জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কেন সম্পর্কিত সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- ভূমিকা অভিনয় থেকে পাওয়া শিক্ষণের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন করে জেন্ডার, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা, প্রয়োজনীয়তা এবং নির্ণায়ক সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন;
- **প্রশ্ন করে** জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং লিখিত পোষ্টার পেপার বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন;
- যৌক্তিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করুন;
- অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও রেজিলিয়েন্স

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানুষিক সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কোন কোন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারণে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি অন্যদের থেকে বেশি। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার ভিশন (স্বপ্ন)-এ ধরনের সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি, ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা। এমতাবস্থায়, সব জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বা সম্পৃক্ততায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণই হচ্ছে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স

'ডিজাষ্টার রেজিলিয়েন্স' শব্দের অর্থ পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রের দুর্যোগ মোকাবিলার সামর্থ। এই সামর্থের মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক মানসিকতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলণ। অর্থাৎ দুর্যোগ আঘাত করতে পারে সেজন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা, দুর্যোগ আঘাত করলে ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে কী করতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা, নিয়মিত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলণ করা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা। দুর্যোগ মোকাবিলায় এসব সামর্থ রয়েছে এমন পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রকে আমরা ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

- দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী;
- দুর্যোগপূর্বে বিদ্যমান জেন্ডার অসমতার কারণে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি এবং দুর্যোগকালীন বিপদাপন্নতা অন্যদের চেয়ে বেশি;
- বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্বপ্ন সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও দুঃখ-কষ্ট সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা;
- নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস;
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে একীভূত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বৈশ্বিক কর্ম পরিকল্পনা 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন'- এর ঘোষণা বাস্তবায়ন;
- দুর্যোগকালে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার গ্রুপের চাহিদা ও প্রয়োজনগুলো ভিন্ন হয়;
- দুর্যোগকালে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার গ্রুপের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও সক্ষমতা আছে।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনার প্রধান নির্ণায়কসমূহ

দুর্যোগ পূর্বক নির্ণায়কসমূহ	দুর্যোগ চলাকালীন নির্ণায়কসমূহ	দুর্যোগ পরবর্তী নির্ণায়কসমূহ
▪ ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ; ▪ নারীর মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে পরিকল্পনাতে নারীর বিশেষ বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসমুহ অন্তর্ভুক্তকরণ; ▪ এলাকার ঝুঁকিপর্ণ নারীর তালিকাকরণ; ▪ এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ নারী চিহ্নিত করে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারন পরিকল্পনা প্রণয়ন; ▪ দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; ▪ স্বেচ্ছাসেবক দলে নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ; ▪ নারীবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; ▪ নারীবান্ধব দুর্যোগ সংকেত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।	▪ নারীবান্ধব দুর্যোগ সংকেত প্রচার; ▪ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিপদাপন্ন ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা নারী ও কিশোরীদের আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর ; ▪ আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও কিশোরীদের জন্য আলাদা টয়লেট ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা; ▪ ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও কিশোরীদের জরুরী চাহিদা নিরূপণ; ▪ নারী ও কিশোরীর বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার নির্যাতন, সহিংসতা ও হয়রানী প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে নারীর মতামত গ্রহণ; ▪ ক্ষতিগস্তদের তালিকাকরণে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া; ▪ মানবিক সহায়তা প্রদানে নারীবান্ধব সামগ্রী ও উপকরণ সংযুক্ত করা।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সঙ্গে জড়িতদের গতানুগতিক মানসিকতা;
- প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব;
- রাষ্ট্রীয় নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের অভাব;
- প্রশিক্ষণের উদ্যোগের অভাব;
- মনিটরিংয়ের অভাব;
- নারী নেতৃত্বের অভাব;
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব নয়;
- অসচেতনতা;
- এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগের অভাব।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে সুযোগসমূহ

- সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ;
- স্বেচ্ছাসেবকসহ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সচেতনতামূলক কার্যক্রমে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনায় প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- সর্বপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনা করে আপৎকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রচলিত সংকেতকে সব জনগোষ্ঠীর উপযোগী করা;
- অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রধিকার দেওয়া;
- জরুরি চাহিদা নিরূপণে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা এবং সে অনুযায়ী জরুরি সেবা নিশ্চিত করা;
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাগুলোকে জানা এবং সমাস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া;
- দুর্যোগ পরবর্তী পূর্নবাসন কার্যক্রমে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রধিকার দেওয়া।

ভূমিকা অভিনয়ের বিষয়বস্তু

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা (দল নং -১)	গতানুগতিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা (দল নং -২)
▪ সতর্ক বার্তায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রস্তুতি ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ;	▪ সতর্ক বার্তায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় প্রস্তুতি ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ;
▪ উদ্ধার ও অপসারনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ ;	▪ উদ্ধার ও অপসারনে জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ ;
▪ জরুরি ত্রাণ বণ্টনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ;	▪ জরুরি ত্রাণ বণ্টনে জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
▪ আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ;	▪ আশ্রয়কেন্দ্রে জনগোষ্ঠীর বিশেষ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ

অধিবেশন- ৪

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়

বিষয়বস্তু

দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়ে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও করণীয় এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয় ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা- দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়ে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও করণীয় এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয় সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা আলোচনা, ছোট দলের আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার এবং আলোচনা কার্যক্রমের ছক।

সময় : ২ ঘন্টা ৩০মিনিট।

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৩.	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও করণীয়	৬০ মিনিট	ছোট দলের আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	আলোচনা কার্যক্রমের ছক
০৪.	জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণ	৪৫ মিনিট	বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার

০৫.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে কার্যক্রম শুরু করুন;
- প্রশ্ন করে দুর্যোগের আগে, চলাকালে ও পরবর্তীতে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানুন এবং সহায়ক তথ্যে দেওয়া ছক অনুযায়ী ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করুন;
- পূর্বে গঠিত দল তিনটিকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণে করণীয়সমূহ চিহ্নিত করার জন্য দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন। দলীয় কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী দলীয় কাজের ছক অনুসরণ করুন;
- দলীয় আলোচনা শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনার শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রাণবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির এর সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- প্রশ্ন করে জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয় সম্পর্কে জানুন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট বা লিখিত পোস্টার বা ফ্লিপচার্ট পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন;
- অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম (এফপিপি নির্দেশণা অনুযায়ী)

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষত বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহযোগিতা করা;
- বন্যা পূর্ববর্তী সময়ে কমিউনিটি মিটিং, অনুশীলন (মক-ড্রিল), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- বন্যা পূর্বাভাস ও তথ্য স্থানীয় জনসাধারণের বোধগম্য মাধ্যমে প্রচার করা;
- বন্যাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বা তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনোসামাজিক সহযোগিতা প্রদান;
- বন্যাকালীন খোঁজ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বন্যাকালীন জরুরী সাড়া প্রদান ও পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার কাজে সহযোগিতা;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা
- নিয়মিত সভা, কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং ওয়ার্ড ও ইউনয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে দাখিল করা।

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব কর্তব্য

বন্যার আগে

- এলাকার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ করে ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরি করা;
- জনগণকে বন্যা প্রস্তুতি সম্পর্কে সজাগ করা;
- বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা;
- সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসর্ম্পক রাখা এবং ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে বন্যা প্রস্তুতি বিষয়ক মহড়া আয়োজন ও বাস্তবায়ন;
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও নেটওয়ার্কিং সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গণসচেতনতা মূলক কার্যক্রমে ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় দিবসগুলো পালন করা এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা;
- বন্যা প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা;

- এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে করা হচ্ছে কিনা, তা নজরদারী করা। প্রয়োজনে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে অধিপরামর্শ করা।

বন্যা চলাকালে

- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা সরকারি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ (ই ও সি) যোগাযোগ করা;
- বন্যা সতর্ক বার্তা জনগণের মধ্যে সংগঠিত উপায়ে ছড়িয়ে দেওয়া;
- অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারণ কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ উদ্ধাকারী দল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা;
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থপনায় নিজেকে জড়িত করা;
- আশ্রিতদের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
- আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা।
- জরুরি চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তথ্য জানিয়ে সহায়তা করা;
- বন্যা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে পরিকল্পিত উপায়ে স্বগৃহে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা এবং সহযোগিতা করা।

বন্যা পরবর্তীতে

- ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে তথ্য জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্টি চিহ্নিতকরণে ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা;
- আইন শৃংখলা রক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা;
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজের সংগঠন ও সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরিতে সহযোগিতা করা;
- সর্বোপরি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা;
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত মানবিক কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য জানা এবং সে তথ্য জনগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জানানো;
- বিভিন্ন সেবা সংস্থার সঙ্গে উপকারভোগীদের সেতুবন্ধ তৈরি করা;
- নিজ এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;
- ঘটে যাওয়া বন্যা থেকে প্রাপ্ত শিখনের আলোকে পুনরায় করণীয় নির্ধারণ করা।

বন্যার তিন পর্যায়ে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ (নমুনা)

বন্যা পূর্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	বন্যা চলাকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	বন্যাপরবর্তী দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ
▪ ঝুঁকি নিরূপণ কাজে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা; ▪ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারন পরিকল্পনা প্রণয়নে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা; ▪ ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় জনগোষ্ঠীকে বন্যা প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন করা; ▪ বন্যা ঝুঁকি হ্রাসে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে দেন-দরবার করা; ▪ এলাকা ভিত্তিক বন্যা সতর্ক সংকেত প্রচারের পরিকল্পনা প্রণয়ন।	▪ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে সতর্ক সংকেত প্রচার; ▪ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার ও অপসারনে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা; ▪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা; ▪ জনগোষ্ঠীর জরুরি চাহিদা যাচাই; ▪ জনগোষ্ঠীর জরুরি চাহিদা পূরণে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ।	▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাকরণে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা; ▪ মানবিক ও পুর্ণবাসন সহায়তা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে এফপিপি'র কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা এবং করণীয়সমূহ বন্যার আগে (নমুনা)

কার্যক্রমসমূহ	সীমাবদ্ধতাসমূহ	করণীয়সমূহ

ঝুঁকি নিরুপন ও ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন।	▪ নারী ও কিশোরীদের অংশগ্রহণ কম থাকে; ▪ নারী ও কিশোরীরা পুরুষদের সামনে তাদের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে; ▪ ঝুঁকি নিরূপণের গাইডলাইন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।	▪ নারী ও কিশোরীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ▪ নারী সহায়কের মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলা এবং তাদের বিশেষ সমস্যাগুলো জানা; ▪ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণের গাইডলাইন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো।
(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)	(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)	(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)

বন্যার চলাকালে (নমুনা)

কার্যক্রমসমূহ	সীমাবদ্ধতাসমূহ	করণীয়সমূহ
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	▪ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর জন্য পৃথক টয়লেট ও গোসলের ব্যবস্থা থাকে না; ▪ রান্না করার মতো প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব; ▪ বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা পায় না; ▪ কিশোরীরা ইভটিজিং- এর শিকার হয়; ▪ নিরাপত্তার অভাব।	▪ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর জন্য পৃথক টয়লেট ও গোসলের ব্যবস্থা করা; ▪ আশ্রয়কেন্দ্রভিত্তিক রান্নার ব্যস্থা করা; ▪ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা; ▪ কিশোরীদের ইভটিজিং প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া; ▪ সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তার ব্যবাস্থা করা।
(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)	(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)	(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)

বন্যার পরবর্তীতে (নমুনা)

কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা	করণীয়

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাকরণ	▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে নারী ও কিশোরীদের মতামত নেওয়া হয় না; ▪ স্বজনপ্রীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারী বাদ পড়ে; ▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ কার্যক্রম সম্পর্কে নারী সঠিক তথ্য পায় না; ▪ নারীর বিশেষ ক্ষতিগুলোকে বিবেচনায় আনা হয় না; ▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাকরণ এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।	▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে নারী ও কিশোরীদের মতামত গ্রহণ; ▪ ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিতকরণে নারীকে অগ্রধিকার দেওয়া; ▪ নারীকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য প্রদান; ▪ নারীর বিশেষ ক্ষতিগুলোকে বিবেচনায় আনা; ▪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাকরণ এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।
(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)	(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)	(প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে)

জেন্ডার রেসপন্সিভ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের করণীয়

ঝুঁকি সচেতনতা -ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে যথাযথভাবে নারীর ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা -নারীর আপদ ও বিপদাপন্নতাগুলো দেখা -নারীর ঝুঁকি সংক্রান্ত মানচিত্র এবং তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	**পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা ব্যবস্থা** -নারীর বিপদাপন্নতা বিবেচনা করে এবং তার নিরাপত্তা ও মর্যাদার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও স্থানান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা
প্রচার এবং যোগাযোগ -ঝুঁকিগ্রস্ত নারীকে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য এবং সতর্ক সংকেত পৌঁছানো নিশ্চিত করা -সতর্ক সংকেত সংক্রান্ত তথ্যগুলো নারী বুঝতে পারে কিনা এবং তাদের ব্যবহারযোগ্য কি না, তা দেখা	**সাড়াদান সামর্থ্য** -কমিউনিটিতে দুর্যোগ সাড়াদানে নারীর সক্ষমতা তৈরিতে অংশহগ্রহণ করা -নারী সতর্ক সংকেত অনুযায়ী সাড়া দিতে প্রস্তুত কি না, তা দেখা

অধিবেশন- ৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়

বিষয়বস্তু
অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে ধারণা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরণে পারিবরিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয়।

উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে ধারণা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরণে পারিবরিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয় সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে এবং অনুশীলন করে দেখাতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি
ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রদর্শন, ছোট দলে আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর এবং উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ
বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, দলীয় কাজের ছক।

সময় : ১ ঘণ্টা।

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে ধারণা	১০ মিনিট	ধারণা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৩.	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরনে পারিবরিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা	৩০ মিনিট	ছোট দলে আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, দলীয় কাজের ছক
০৪.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তকরণে করণীয়।	১০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
০৫.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- পূর্বে গঠিত দল তিনটিকে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তকরণে পারিবরিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার জন্য দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন। দলীয় কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী দলীয় কাজের ছক অনুসরন করুন;
- দলীয় আলোচনা শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনার শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- প্রশ্ন করে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরণে পারিবরিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা

পারিবারিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা

- অধিকাংশ পরিবারে নারীর ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই;
- স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে নারী নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না;
- গৃহস্থলী কাজে নারীর অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততা;
- 'যুবতীদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে'- এ ধরনের কুসংস্কার;
- পরিবারের অন্য সদস্যদের উৎসাহদানের অভাব।

সামাজিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা

- সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতি;
- অনিরাপদ পরিবেশ বা নিরাপত্তার অভাব;
- সামাজিকভাবে উৎসাহদানের অভাব;
- উদ্যোগের অভাব;
- নারী নেতৃত্বের অভাব।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা

- নারী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অজ্ঞতা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রচলিত নীতিমালা যথাযথ প্রয়োগের অভাব;
- প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব;
- প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা কম;
- ক্ষেত্র বিশেষে বৈষম্যের শিকার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ন্তভুক্তিকরণে করণীয়

- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি;
- উপকূলীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির অভিজ্ঞতা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিনিময়;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবিহিতকরণ;
- সামাজিক পর্যায়ে নারী স্বেচ্চাসেবকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি ও নিরাপত্তা বিধান;
- প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

দলীয় কাজের ছক

পারিবারিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা	সামাজিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা	প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা

অধিবেশন- ৬
জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

বিষয়বস্তু

জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম নির্ধারণ ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা-আলোচনা ও উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ

পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহনকারীদের প্রস্তুতকৃত লিখিত ব্রাউন পেপার ও কর্ম পকিল্পনার ছক।

সময় : ৯০ মিনিট।

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা,	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম নির্ধারণ	২০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও উন্মুক্ত আলোচনা	পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতকৃত লিখিত ব্রাউন পেপার
০৩.	কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন	৬০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও উন্মুক্ত আলোচনা	কর্ম পকিল্পনার ছক ।
০৪.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠ বিন্যাস

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতকৃত লিখিত ব্রাউন পেপারগুলো প্রদর্শনের মাধ্যমে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পুনরায় অবহিত করুন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আগামী বন্যা মৌসুমের পূর্বে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত করুন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক তথ্যে উল্লেখিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ছক অনুসরন করুন;
- অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে এফপিপি'র কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

কর্ম পকিল্পনা প্রণয়ন ছক

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা

কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (অগ্রধিকারের ভিত্তিতে)	মেয়াদকাল	দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম

বিষয়বস্তু
কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, সমাপনী।

উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা- প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং কোর্সের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে।

পদ্ধতি
বক্তৃতা-আলোচনা, মূল্যায়ন ছক পূরণ।

উপকরণ
মূল্যায়ন ছক।

সময় : ৬০ মিনিট।

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১.	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা,	অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখিত পোষ্টার পেপার
০২.	কোর্স পর্যালোচনা	২০ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	
০৩	কোর্স মূল্যায়ন	২০ মিনিট	মূল্যায়ন ছক পূরণ	মূল্যায়ন ছক
০৪	প্রশিক্ষণ সমাপনী	১৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	-

পাঠ বিন্যাস
- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সামগ্রীক কোর্স পর্যালোচনা করুন;
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন ছকটি কিভাবে পূরণ করতে হবে তা বুঝিয়ে বলুন;
- মূল্যায়ন ছকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে কোন একটি স্থানে স্থাপন করুন (আড়াল করে) এবং একে একে সবাইকে মূল্যায়ন ছকটি পূরণের জন্য আমন্ত্রণ জানান;
- মূল্যায়ন ছক পূরণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের ২/১ জনকে প্রশিক্ষণের অনুভূতি বলার জন্য অনুরোধ করুন।

- অতিথিদের বক্তব্যের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম ছক

প্রশিক্ষণ কোর্সটি কেমন লাগলো ?

আপনার মতামত টিক (✓) চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করুন

চমৎকার	ভালো	মোটামুটি

মূল্যায়ন ছকটি সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের নিচের তথ্য অনুযায়ী পরামর্শ দিন।

- মূল্যায়ন ছকটি একটি বড় পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে অংকন করে প্রশিক্ষণ কক্ষে লাগিয়ে দিন।
- সাংকেতিক অর্থ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন। যেমন- চমৎকার, ভালো, মোটামুটি।
- মূল্যায়নের বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীদের কাছে ভালোমত ব্যাখ্যা করুন।
- মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারোর পরামর্শ না নিয়ে নিজের ভালো লাগা বা মন্দ লাগাকে উপলব্ধি করে মাতমত প্রদান করুন।
- মতামত প্রদানে অন্যকে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকুন।